BCS প্রিলি. লেকচার শিট বাংলাদেশ বিষয়াবলি

লেকচার ০৩

Lecture Contents

❑ বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস-১

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন

ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। কিন্তু ১৯৪৭ সালের পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকারের অবাঙালি রাজনৈতিক নেতা, সামরিক ও অসামরিক আমলাগণ পূর্ব বাংলার জনগণের উপর বিমাতা সুলভ আচরণ শুরু করে। পূর্ব বাংলাকে একটি উপনিবেশ বানানোর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়।

তাদের প্রথম আঘাত ছিল ভাষা। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ সমগ্র পাকিস্তানের জনগণের ৫৬.৪০% জনগণের মুখের ভাষা 'বাংলা' হওয়া সত্ত্বেও 'উর্দু' (মাত্র ৩.২৭% মানুষের মুখের ভাষা) কে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার অগণতান্ত্রিক ও স্বেচ্ছাচারী সিদ্ধান্ত বাঙালির মাঝে আন্দোলনের সঞ্চার করে।

(i) ভাষা বিতর্ক : ভারতীয় উপমহাদেশে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিয়ে বিতর্ক সেই আগে থেকেই–

১৯০১– নওয়াব আলী চৌধুরী রংপুরে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলনে প্রথম বাংলা ভাষার দাবি উত্থাপন করেন।

১৯০৬– সালের মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার সময় অধিবেশনে প্রথম বাংলা ভাষা নিয়ে প্রশ্ন উঠে।

১৯৩৭– সালে মুসলিম লীগের সভাপতি 'মুহম্মদ আলী জিন্নাহ উর্দুকে দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে প্রবর্তনের দাবি করলে শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হকের বিরোধীতায় তা ব্যর্থ হয়।

১৯৪০– সালে লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন এর সময় কংগ্রেস নেতারা 'হিন্দি'কে ভারতের রাষ্ট্র ভাষা করার প্রস্তাব করলে মুসলিম নেতৃবৃন্দ 'উর্দু'কে সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রভাষার দাবি করেন। এ সময় বাংলা ভাষার পক্ষেও দাবি উঠে।

১৯৪৭– সালে যখন পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়, সেই সময় পশ্চিমা শাসকদের 'উর্দু'কে রাষ্ট্র ভাষা করার অগণতান্ত্রিক প্রস্তাবে বাঙালিদের মাঝে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদের জন্ম নেয় এবং তা ১৯৫২ সালে আন্দোলনে রূপ নেয়।

ভাষা আন্দোলন

১. পাকিস্তানের জনসংখ্যার শতকরা ৫৬ ভাগ মানুষের মাতৃভাষা ছিল বাংলা। পক্ষান্তরে সমগ্র পাকিস্তানে উর্দু ভাষীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৪ ভাগ। ১৯৪৭ সালের ২ সেপ্টেম্বর 'তমদ্দুন মজলিস' নামে অধ্যাপক আবুল কাসেমের নেতৃত্বে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে চালু করার দাবি নিয়ে এগিয়ে আসে 'তমদ্দুন মজলিস'। তমদ্দুন মজলিস ১৯৪৭ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর ভাষা আন্দোলনের প্রথম পুস্তিকা 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু' প্রকাশ করে। এ পুস্তিকার লেখক ছিলেন তিন জন- অধ্যাপক আবুল কাসেম, ড. কাজী মোতাহার হোসেন ও আবুল মনসুর আহমেদ।

২. ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার উদ্দেশ্যে ঢাকায় 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পাকিস্তান প্রথম গণপরিষদ অধিবেশনে ইংরেজির পাশাপাশি উর্দু ভাষাতে অধিবেশনের কার্যক্রম শুরু হলে পূর্ব বাংলার গণপরিষদ সদস্য কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত এর প্রতিবাদ করেন এবং বাংলা ভাষাকে গণপরিষদের অন্যতম ভাষারূপে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি জানান।

৩. ১৯৪৮ সালের ২ মার্চ কামরুদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। সংগ্রাম পরিষদ রাষ্ট্রভাষার ক্ষেত্রে সরকারের ষড়যন্ত্র রোধ করার জন্য ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ থেকে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেয়। ঐ দিন ঢাকায় বহু ছাত্র আহত এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ অনেকে গ্রেফতার হন। এজন্য ১৯৪৮-৫২ এর ভাষা আন্দোলনের সময়ে প্রতি বছর ১১ মার্চকে 'ভাষা দিবস' হিসেবে পালন করা হত।

৪. ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকার তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে এক জনসভায় ঘোষণা দেন যে, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা'। ২৪ মার্চ কার্জন হলে অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তিনি একই কথার পুনরাবৃত্তি করলে উপস্থিত ছাত্ররা 'না না' বলে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। ১৯৪৯ সালে পূর্ববাংলা সরকার বাংলা ভাষা সংস্কারের নামে 'পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটি' গঠন করে। মাওলানা আকরাম খাঁ ছিলেন এ কমিটির সভাপতি। ১৯৫০ সালে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ঘোষণা করেন, 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা।' ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ঢাকায় এক জনসভায় ঘোষণা করেন, 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।'

৫. পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫২ সালের ৩১ জানুয়ারি আতাউর রহমান খানের সভাপতিত্বে কাজী গোলাম মাহবুবকে আহবায়ক করে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি' গঠন করা হয়। 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি' ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি রোজ বৃহস্পতিবার (৮ ফাল্গুন, ১৩৫৮) 'রাষ্ট্রভাষা দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত নেয় এবং সারাদেশে হরতাল কর্মসূচি পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

৬. ছাত্র আন্দোলনের ভয়ে ভীত হয়ে নুরুল আমিন সরকার ২০ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা জারি করে এবং সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ করে। কিন্তু ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা সংগঠিতভাবে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' স্লোগান দিতে দিতে বর্তমান ঢাকা মেডিকেল কলেজ চত্বরে সমবেত হয়। পুলিশ উপস্থিত ছাত্র-জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করলে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ বাঁধে। পুলিশ এক পর্যায়ে গুলি বর্ষণ করলে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ অনেকে শহিদ হন।

৭. পুলিশের গুলি বর্ষণের প্রতিবাদে ১৯৫২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি বিশাল শোভাযাত্রা বের হয়। এ শোভাযাত্রার উপরও পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। ফলে শফিউর রহমান মৃত্যুবরণ করেন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন খাজা নাজিমুদ্দিন এবং পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন নুরুল আমিন। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা প্রদান করা হয়।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময়-

পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল	মালিক গোলাম মোহাম্মদ
পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী	খাজা নাজিমউদ্দিন
পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী	নুরুল আমিন

❖ বাংলা ভাষার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি

কুমিল্লার কানাডা প্রবাসী রফিকুল ইসলাম ও তার বন্ধু আব্দুস সালাম এবং তাদের সংগঠন 'Mother Language Lovers of the World' ১৯৯৮ সালে ২১ শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস করার জন্য তৎকালীন জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনানের নিকট চিঠি লেখেন। এই প্রেক্ষিতে ১৭ই নভেম্বর ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কোর ৩০ তম বৈঠকে ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

১. ২০০০ সালে প্রথম বারের মত ১৮৮ টি দেশে একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হয়।
২. ৫ ডিসেম্বর ২০০৮ সালে জাতিসংঘ ২১ শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।
৩. ২১ শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতির ক্ষেত্রে অবদানের জন্য ২০১৬ সালে রফিকুল ইসলাম এবং আব্দুস সালাম কে স্বাধীনতা পুরস্কার প্রদান করা হয়।

■ **সিয়েরা লিওন এর দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা :** সিয়েরা লিওন বাংলা ভাষাকে তাদের অন্যতম সরকারি ভাষা হিসেবে ঘোষণা করে ২০০২ সালে।
রাজধানী : ফ্রিটাউন

■ **ভাষা আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান :** আজীবন (মাতৃভাষা প্রেমী) এই মহান নেতা ১৯৪৮ সালে ভাষা আন্দোলনের সূচনা পর্বে ১৯৪৮ সালে রাজপথে আন্দোলন ও কারাবরণ পরবর্তী আইনসভার সদস্য হিসেবে রাষ্ট্র ভাষায় সংগ্রাম ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় অতুলনীয় ভূমিকা রাখেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতিটি পর্যায়ে জীবনের মায়া ত্যাগ করে সফল নেতৃত্ব দিয়েছেন। সাংস্কৃতিক বৈষম্য ও বাঙালির মাতৃভাষা সুরক্ষার আন্দোলনে তার ভূমিকা ও অবদান অনস্বীকার্য।
১৯৪৭ সালের ৬ ও ৭ সেপ্টেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত যুবলীগ কর্মী সম্মেলনে যুব নেতা শেখ মুজিবসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ভাষা বিষয়ক কিছু প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন। এই প্রস্তাবগুলো পাঠ করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। প্রস্তাবগুলো ছিল–

১. "বাংলা ভাষাকে পূর্ববাংলার লেখার বাহন ও আইন আদালতের ভাষা করা হউক'।
২. 'সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা কি হইবে তা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার জনগণের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হউক এবং জনগণের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হউক। "ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা"- ভাষা সৈনিক গাজীউল হক।

১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধুসহ ১৪ জন "রাষ্ট্রভাষা ২১ দফা ইশতেহার ঐতিহাসিক দলিল" নামক গ্রন্থ প্রণয়নে ভূমিকা রাখেন। যাতে ভাষা আন্দোলনসহ অন্যান্য দাবিসমূহ উল্লেখ থাকে।
১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের অন্যতম দাবি ছিল বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা আদায়, যার অন্যতম কুশীলব ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
১৯৪৮ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে অধ্যাপক আবুল কাশেমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করা ও সর্বাত্মক সংগ্রামের প্রস্তুতি গ্রহণের যে পদক্ষেপ তার কৃতিত্ব ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের।
১৯৪৮ সালে ২ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, আবুল কাশেম, শামসুল হক, রনেশ দাশগুপ্ত, অলি আহাদ, মোহম্মদ তোহার উপস্থিতিতে ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের ফজলুল হক মুসলিম হলে মুসলিম ছাত্রলীগ ও তমদ্দুন মজলিসের যৌথ সভায় নতুন করে 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়।
১৯৪৮ সালের ১১ মার্চের হরতাল যে কোন মূল্যে সফল করায় ১ মার্চ ১৯৪৮ সালে পত্রিকার বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন মুসলিম লিগ কাউন্সিলের সদস্য শেখ মুজিবুর রহমান, তমদ্দুন মজলিসের সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম, মুসলিম ছাত্রলীগের আহ্বায়ক নঈমুদ্দিন আহমেদ ও আব্দুর রহমান চৌধুরী।

১১ মার্চ ১৯৪৮ : কলকাতা ফেরত বঙ্গবন্ধু ১১ মার্চ, ১৯৪৮ হরতাল পালনের সময় আহত ও গ্রেফতার হন। এটাই শেখ মুজিবুর রহমানের প্রথম রাজবন্দী হওয়ার ঘটনা। ৪ দিনে মোট ৬৯ জন নেতাকর্মী গ্রেফতার হন। [ভাষা আন্দোলনে শেখ মুজিব- এম আব্দুল আলীম]
১৫ মার্চ, ১৯৪৮ সালে তিনি মুক্তি পেয়েই ১৬ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং আন্দোলনকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যান।
১৯৪৯ সালের ১ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার হন।
৮ জানুয়ারি, ১৯৫২ সালে অসুস্থ অবস্থায় মেডিকেল নেতৃবৃন্দের সাথে ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করেন।
১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন চলাকালীন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী যখন বাংলা ভাষার বিপক্ষে বিবৃতি দেন, তখন ভাষা আন্দোলন বাধাগ্রস্ত হয়। বঙ্গবন্ধু জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দীকে বাংলার পক্ষে বিবৃতি প্রদানে বাধ্য করেন।
১৯৫৩ এর একুশের প্রথম বার্ষিকী উদযাপনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন, ২১ শে ফেব্রুয়ারিকে শহিদ দিবস এবং বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণার জোর দাবি জানান তিনি।

❖ ভাষা শহীদের পরিচয় : ২১ শে ফেব্রুয়ারি শহিদ হন ৪ জন।

১. **রফিক উদ্দিন আহমেদ :** জন্ম : মানিকগঞ্জ জেলার সিঙ্গাইর উপজেলা। **পরিচয় :** মানিকগঞ্জ দেবেন্দ্রনাথ কলেজের বাণিজ্য বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন।
২. **আবুল বরকত :** জন্ম : মুর্শিদাবাদ, ভারত। **পরিচয় :** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের এম এ ক্লাসের ছাত্র।
৩. **আব্দুল জব্বার :** জন্ম : ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলা। **পরিচয় :** সাধারণ গ্রামীণ কর্মজীবী ছিলেন।
৪. **আব্দুস সালাম :** জন্ম : ফেনী জেলার দাগনভূঞা থানায়। **পরিচয় :** ডাইরেক্টর অব কর্মাস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি অফিসে রেকর্ড কিপার পদে চাকরি করতেন। মৃত্যু : গুলিবিদ্ধ হন ২১ শে ফেব্রুয়ারি, পরবর্তীতে ৭ এপ্রিল ১৯৫২ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

❖ ২২ শে ফেব্রুয়ারিতে নিহত :

৫. **শফিউর রহমান :** জন্ম : হুগলি, ভারত। ঢাকার ঠিকানা : হেমেন্দ্রনাথ রোড, ঢাকা। পরিচয় : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ক্লাসের প্রাইভেট ছাত্র ও ঢাকা হাইকোর্টের কর্মচারী। বংশাল রোডে শহিদ হন।
৬. **আব্দুল আউয়াল :** জন্ম : মৌলভীবাজার। **পরিচয় :** রিকশাচালক। মৃত্যু: সশস্ত্র বাহিনীর মোটর গাড়ির নিচে চাপা পড়ে মৃত্যু হয়।
৭. **মো. অহিউল্লাহ :** জন্ম স্থান : লুৎফর রহমান লেন, ঢাকা। **পরিচয় :** শ্রমিক।
৮. **অজ্ঞাত বালক :** ২২ শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ সালে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিলে অংশ নিয়েছিল। সশস্ত্র বাহিনীর গাড়ি চাপায় মৃত্যুবরণ করেন। [দৈনিক ইনকিলাব, ২১ শে ফেব্রুয়ারি, ২০১৬]

❖ **ভাষা আন্দোলনের শিশু সৈনিক :** নেতৃবৃন্দের নির্দেশ সংবলিত চিরকুট বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ছাত্রাবাসে পৌঁছে দিয়েছিল দুজন বালক-বালিকা- (জাহানারা লাইজু ও নিজাম)।

■ ভাষা আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত সংগঠন ও সংস্থা :

তমদ্দুন মজলিস : প্রতিষ্ঠা : ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭।
প্রতিষ্ঠাতা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক আবুল কাশেম এর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। আরও দুজন সদস্য হলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও শামসুল আলম।
উদ্দেশ্য : শুরুতে তমদ্দুন মজলিস সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করলেও পরবর্তীতে তা রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত হয়।

রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ: ভাষার দাবিতে প্রতিষ্ঠিত একটি রাজনৈতিক সংগঠন।

২ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭	⇒ ভাষার দাবিতে প্রতিষ্ঠিত প্রথম সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'তমদ্দুন মজলিস' এর প্রতিষ্ঠাতা হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিভাগের অধ্যক্ষ আবুল কাশেম [তখন বিভাগের প্রধানকে প্রিন্সিপাল বলা হত]। প্রকাশ করে: "পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা-না উর্দু?" (১৯৪৭ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর)। পুস্তিকাটির লেখক: ৩ জন ১. অধ্যাপক আবুল কাশেম ২. কাজী মোতাহার হোসেন ৩. আবুল মনসুর আহমদ
২১ মার্চ, ১৯৪৮	⇒ রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তানের গর্ভনর মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা দেন উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করার।
২৪ মার্চ, ১৯৪৮	⇒ ঢাবির কার্জন হলে পাকিস্তানের গর্ভনর মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ তার কথার পুনরাবৃত্তি করেন।
১১ মার্চ, ১৯৪৮	⇒ বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা এবং পাকিস্তানের সরকারি ভাষা করার দাবিতে ধর্মঘট পালন করে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের নতুন কমিটি গঠন।
২৬ জানুয়ারি, ১৯৫২	⇒ পল্টন ময়দানে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা দেন। এই ঘোষণাকে কেন্দ্র করে আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্ব শুরু হয়।
৩০ জানুয়ারি, ১৯৫২	⇒ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ছাত্র ধর্মঘট আহ্বান করে।
৩১ জানুয়ারি, ১৯৫২	⇒ কাজী গোলাম মাহবুবকে আহবায়ক করে ৪০ সদস্যবিশিষ্ট একটি সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। ⇒ আওয়ামী মুসলীম লীগ সভাপতি আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে ঢাকা বার লাইব্রেরিতে সর্বদলীয় সভায় ধর্মঘট সমর্থন এবং ২১ ফেব্রুয়ারি হরতাল ডাকা হয়।
২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ [৮ ফাল্গুন, ১৩৫৮]	⇒ সকাল ১১ টায় ঢাবির আমতলায় (বর্তমান ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে) ছাত্রনেতা গাজীউল হকের সভাপতিত্বে যে ঐতিহাসিক সভা শুরু হয় সেখানে ছাত্রনেতা আব্দুল মতিনের প্রস্তাবে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ১০ জন করে মিছিল বের করার সিদ্ধান্ত হয়। পুলিশের গুলিতে রফিক, জব্বার, বরকতসহ আরও অনেকে শহিদ হন। বি. দ্র. ভাষা শহিদ সালাম এই দিন গুলিবিদ্ধ হয়ে ৭ এপ্রিল মারা যান। ⇒ আইন পরিষদের অধিবেশন থেকে আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশসহ কয়েকজন সদস্যপদ ত্যাগ করে।
২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২	⇒ রাজশাহী কলেজের সামনে বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের গড়া প্রথম 'শহিদ মিনার' পুলিশ গুড়িয়ে দেয়।

[বাংলাদেশ ও বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাস, নবম-দশম শ্রেণি]

■ **ভাষা আন্দোলন জাদুঘর :** বাংলা একাডেমির বর্ধমান হাউজের দোতলায় 'ভাষা আন্দোলন জাদুঘর' অবস্থিত। ২০১০ সালে ১ ফেব্রুয়ারি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এটা উদ্বোধন করেন।

■ **শহিদ আবুল বরকত স্মৃতি জাদুঘর ও সংগ্রহশালা :** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জহুরুল হক হলের পাশে 'আবুল বরকত স্মৃতি জাদুঘর ও সংগ্রহশালা অবস্থিত। এটি ২০১২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

■ **আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট:** ২০০১ সালের ১৫ই মার্চ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব কফি আনানের উপস্থিতিতে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।
অবস্থান: সেগুনবাগিচা, ঢাকা। ২০১০ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করেন
উদ্দেশ্য : মাতৃভাষা চর্চা ও গবেষণা কেন্দ্র।

■ **বাংলা একাডেমি :** প্রতিষ্ঠা : ১৯৫৫ সালের ৩ ডিসেম্বর।
অবস্থান : বর্ধমান হাউজ, ঢাকা।
উদ্দেশ্য : বাংলা ভাষা, সাহিত্য এবং সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণা।
পরিচালক : (প্রথম) পরিচালক ড. মুহম্মদ এনামুল হক।
বর্তমান পরিচালক : অধ্যাপক শামসুজ্জামান ।
মহাপরিচালক : (প্রথম) প্রফেসর মযহারুল ইসলাম।
বর্তমান : মুহম্মদ নূরুল হুদা

প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ : আহমদ শরীফ সম্পাদিত, দৌলত উজির বাহরাম খান রচিত 'লাইলী-মজনু'।

বাংলা একাডেমি হতে প্রকাশিত পত্রিকা : বাংলা একাডেমি পত্রিকা উত্তরাধিকার, ধানশালিকের দেশে, বাংলা একাডেমি বিজ্ঞান পত্রিকা, বাংলা একাডেমি জার্নাল, বার্তা।

ভাষা আন্দোলনভিত্তিক শিল্প, সাহিত্যসমূহ

একুশের প্রথম

বিষয়	শিরোনাম	রচয়িতা
একুশের প্রথম গান	ভুলব না, ভুলব না.....	আ ন ম গাজীউল হক
প্রভাতফেরির গান	মৃত্যুকে যারা তুচ্ছ করিল....	মোশারেফ উদ্দিন চৌধুরী
কবিতা	কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি	মাহবুব উল আলম চৌধুরী
নাটক	কবর	মুনীর চৌধুরী
সংকলন	একুশে ফেব্রুয়ারি	হাসান হাফিজুর রহমান
উপন্যাস	আরেক ফাল্গুন	জহির রায়হান
চলচ্চিত্র	জীবন থেকে নেওয়া	জহির রায়হান
ইতিহাস নিয়ে বই	ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস	সম্পাদক অধ্যাপক আবুল কাসেম
শহিদ মিনার ধ্বংসের প্রতিবাদে কবিতা	স্মৃতিস্তম্ভ	কবি আলাউদ্দিন আল আজাদ

প্রভাত ফেরির গান : প্রভাত ফেরির প্রথম গান : মোশারফ উদ্দিন 'আজকে স্মরিও তারে' শিরোনামে প্রভাতফেরির প্রথম গান লিখেন। পরবর্তীতে ১৯৫৪ সাল থেকে আব্দুল গাফফার চৌধুরী রচিত আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙ্গানো একুশে ফেব্রুয়ারি.....প্রভাত ফেরির গান হিসেবে গাওয়া হয়। প্রথম সুরকার আব্দুল লতিফ এবং বর্তমান সুরকার আলতাফ মাহমুদ।

ভাষা আন্দোলনভিত্তিক সাহিত্য

ধরন	সাহিত্যকর্ম	রচয়িতা
নাটক	কবর	মুনীর চৌধুরী
উপন্যাস	আরেক ফাল্গুন	জহির রায়হান
	আর্তনাদ	শওকত ওসমান
	নিরন্তর ঘন্টাধ্বনি	সেলিনা হোসেন
সম্পাদিত গ্রন্থ	একুশে ফেব্রুয়ারি	হাসান হাফিজুর রহমান
চলচ্চিত্র	জীবন থেকে নেওয়া Let there be light	জহির রায়হান
কবিতা	কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি	মাহবুব-উল-আলম চৌধুরী
	স্মৃতিস্তম্ভ	আলাউদ্দিন আল আজাদ

ভাষা আন্দোলনের জাদুঘর

নাম	অবস্থান	উদ্বোধন
ভাষা আন্দোলন গবেষণা কেন্দ্র ও জাদুঘর	ধানমন্ডি, ঢাকা	২ জুন, ১৯৮৯
ভাষা শহিদ আব্দুল জব্বার গ্রন্থাগার ও স্মৃতি জাদুঘর	জব্বারনগর, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ	১৯ শে ফেব্রুয়ারি ২০০৮।
ভাষা শহিদ আব্দুস সালাম গ্রন্থাগার ও স্মৃতি জাদুঘর	সালামনগর, দাগনভূঁইয়া ফেনী	২৬ মে, ২০০৮
ভাষা শহিদ রফিক উদ্দিন গ্রন্থাগার ও স্মৃতি জাদুঘর	রফিকনগর, সিঙ্গাইর, মানিকগঞ্জ	২০০৮
ভাষা আন্দোলন জাদুঘর	বর্ধমান হাউজ, ঢাকা	১লা ফেব্রুয়ারি ২০১০
শহিদ আবুল বরকত স্মৃতি জাদুঘর ও সংগ্রহশালা	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	২৫ শে মার্চ, ২০১২
ডাকসু সংগ্রহ শালা	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	

ভাষা আন্দোলনভিত্তিক শহিদ মিনার, ভাস্কর্য ও স্থাপত্য

কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার :

অবস্থান : ঢাকার কেন্দ্রস্থল ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গনে অবস্থিত।
স্থপতি : ১৯৫৭ সালে শিল্পী হামিদুর রহমান।
উচ্চতা : ১৪ মিটার (৪৬ ফুট)

ইতিহাস : ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সালে, ২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারি ভাষার দাবিতে শহীদের স্মরণে একটি শহিদ মিনার নির্মাণের কাজ শুরু করেন। ২৪ শে ফেব্রুয়ারি সকালে নির্মাণ কাজ শেষ হয়। ঐ দিন শহিদ শফিউরের পিতা শহিদ মিনারটি উদ্বোধন করেন। কিন্তু পুলিশ ও সেনাবাহিনী ২৬ শে ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় শহিদ মিনারটি ভেঙ্গে ফেলে।

১৯৫৭ সালে শিল্পী হামিদুর রহমান এর নকশা ও পরিকল্পনা অনুযায়ী ঢাকা মেডিকেল হোস্টেল প্রাঙ্গণে শহিদ মিনারের নির্মাণ কাজ শুরু হয়। এতে সাহায্যকারী হিসেবে সাহায্য করেন নভেরা আহমেদ।

কিন্তু ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারি হলে নির্মাণ কাজ বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে ১৯৬২ সালে নতুনভাবে নকশা করে নির্মাণ কাজ শেষ করা হয়। এবং ১৯৬৩ সালে এই শহিদ মিনারটি উদ্বোধন করেন শহিদ আবুল বরকতের মা হাসিনা বেগম। ১৯৭১ সালে পাক-হানাদার বাহিনী শহিদ মিনারটি ভেঙ্গে ফেলে। ১৯৭২ সালে শহিদ মিনারটি পুনরায় নির্মাণ করা হয়।

ভাষা আন্দোলনভিত্তিক অন্যান্য শহিদ মিনার : বাংলাদেশের সর্বোচ্চ শহিদ মিনার (৭১ ফুট)- জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত।

বহির্বিশ্বে শহিদ মিনার :

১. বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে শহিদদের স্মরণে বহির্বিশ্বে প্রথম শহিদ মিনার নির্মিত হয় ১৯৯৭ সালে যুক্তরাজ্যের ওল্ডহ্যামে এবং দ্বিতীয়টি ১৯৯৯ সালে লন্ডনের টাওয়ার হ্যামলেটে।
২. বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে বহির্বিশ্বে প্রথম শহিদ মিনার নির্মিত হয় জাপানের টোকিওতে ২০০৫ সালে।
৩. মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে প্রথম শহিদ মিনার নির্মিত হয়-ওমানে।

ভাষা আন্দোলনে শহিদদের স্মরণে নির্মিত ভাস্কর্য

ভাস্কর্য	স্থপতি	অবস্থান
মোদের গরব	অখিল পাল	বাংলা একাডেমি চত্বর
অমর একুশে	জাহানারা পারভীন	জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
স্মৃতির মিনার	হামিদুজ্জামান	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
শহিদ মিনার	মুর্তজা বশির	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

এক কথায় উত্তর

১. **একুশে ফেব্রুয়ারি নিয়ে প্রথম কবিতা লিখেন কে?**
উত্তর: মাহবুব-উল-আলম চৌধুরী।

২. **শওকত ওসমানের আর্তনাদ উপন্যাসের পটভূমি কী?**
উত্তর: ভাষা আন্দোলন।

৩. **ভাষা আন্দোলন গবেষণা কেন্দ্র ও জাদুঘর কোথায় অবস্থিত?**
উত্তর: বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

৪. **কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের স্থপতি হামিদুর রহমান কে সহযোগিতা করেছিলেন কে?**
উত্তর: নভেরা আহমেদ।

৫. **কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের উদ্বোধন করেন কে?**
উত্তর: শহিদ আবুল বরকতের মা হাসিনা বেগম।

৬. **মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে প্রথম শহিদ মিনার নির্মিত হয় কোথায়?**
উত্তর: ওমানে।

৭. **স্মৃতির মিনার ভাস্কর্যটির স্থাপতি কে?**
উত্তর: হামিদুজ্জামান।

৮. **"মোদের গরব" ভাস্কর্যটি কোথায় অবস্থিত?**
উত্তর: বাংলা একাডেমি।

৯. **"অমর একুশে" ভাস্কর্যের স্থপতি কে?**
উত্তর: জাহানারা পারভীন।

১০. **বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে প্রথম শহিদ মিনার নির্মিত হয় কোথায়?**
উত্তর: জাপানের টোকিওতে (২০০৫)।

১১. **জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত সর্বোচ্চ শহিদ মিনারের উচ্চতা কত?**
উত্তর: ৭১ ফুট।

১২. **কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের উচ্চতা কত ফুট?**
উত্তর: ৪৬ ফুট (১৪ মিটার)।

১৩. ভাষা আন্দোলন জাদুঘর কোথায় অবস্থিত?
উত্তর: বর্ধমান হাউজ, ঢাকা।

১৪. ভাষা আন্দোলনের ওপর ভিত্তি করে নির্মিত চলচ্চিত্রের নাম কী?
উত্তর: জীবন থেকে নেয়া ও Let there be light।

১৫. একুশের প্রথম গান কোনটি?
উত্তর: ভুলব না, ভুলব না (আ.ন.ম. গাজীউল হক)।

১৬. বাংলা একাডেমি প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ কোনটি?
উত্তর: আহমদ শরীফ সম্পাদিত, দৌলত উজির বাহরাম খান রচিত লাইলি মজনু।

১৭. বাংলা একাডেমির প্রথম মহাপরিচালক কে?
উত্তর: প্রফেসর মযহারুল ইসলাম।

১৮. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কোথায় অবস্থিত?
উত্তর: সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

১৯. বাংলা একাডেমি কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর: ১৯৫৫ সালের ৩রা ডিসেম্বর।

২০. 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি গানটি', প্রভাত ফেরির গান হিসেবে কবে থেকে গাওয়া হয়?
উত্তর: ১৯৫৪ সালে।

২১. ২১ শে ফেব্রুয়ারিতে কে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার প্রস্তাব দেন?
উত্তর: ভাষা সৈনিক আবদুল মতিন।

২২. ২১ শে ফেব্রুয়ারির ১ম শহিদ কে?
উত্তর: রফিক উদ্দীন আহমদ।

২৩. ২১ শে ফেব্রুয়ারির আগে কবে ভাষা দিবস পালিত হত?
উত্তর: ১১ মার্চ।

২৪. শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম কবে রাজবন্দী হন?
উত্তর: ১১ মার্চ, ১৯৪৮।

২৫. বাংলাকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে ঘোষণা করা হয় কবে?
উত্তর: ১৭ নভেম্বর, ১৯৯৯।

২৬. বাংলা ভাষায় আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিতে কোন সংগঠনটি ভূমিকা রাখে?
উত্তর: Mother Language Lovers of the World।

২৭. ভাষা আন্দোলনের সময় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?
উত্তর: খাজা নাজিমুদ্দীন।

২৮. ভাষা আন্দোলনের সময় পাকিস্তানের গর্ভনর জেনারেল কে ছিলেন?
উত্তর: মালিক গোলাম মোহাম্মদ।

২৯. পাকিস্তানের শতকরা কতভাগ মানুষ বাংলায় কথা বলত?
উত্তর: ৫৬.৪০%।

৩০. পাকিস্তানে উর্দু ভাষী জনসংখ্যার হার কত ছিল?
উত্তর: ৩.২৭%।

৩১. ১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি বাংলা কত তারিখ ছিলো?
উত্তর: ৮ ফাল্গুন (১৩৫৮) বৃহস্পতিবার।

৩২. তমদ্দুন মজলিস কবে গঠিত হয়?
উত্তর: ১৯৪৭ সালের ২ সেপ্টেম্বর।

৩৩. ভাষা আন্দোলনের মুখপাত্রের নাম কী?
উত্তর: সাপ্তাহিক সৈনিক।

৩৪. 'তমদ্দুন মজলিস' নামক সাংস্কৃতিক সংগঠন কার নেতৃত্বে গঠিত হয়?
উত্তর: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবুল কাশেম।

৩৫. 'তমদ্দুন মজলিস' ভাষা আন্দোলন বিষয়ক কোন পুস্তিকা প্রকাশ করে?
উত্তর: 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু' (প্রকাশকাল ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭)।

৩৬. 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু, পুস্তিকার লেখক কতজন?
উত্তর: ৩ জন।

৩৭. উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার বিরুদ্ধে এবং রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয় কখন?
উত্তর: ২মার্চ, ১৯৪৮ সালে।

৩৮. 'সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয় কবে?
উত্তর: ৩১ জানুয়ারি ১৯৫২।

৩৯. পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকে কবে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়?
উত্তর: ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬।

৪০. পাকিস্তান গণপরিষদ বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয় কখন?
উত্তর: ৯ মে ১৯৫৪।

৪১. ১৯৫২ সালের 'ভাষা দিবস' ঘোষণা করা হয় কোন দিনটিকে?
উত্তর: ২১ ফেব্রুয়ারিকে।

৪২. প্রথম শহিদ মিনার আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয় কবে?
উত্তর: ১৯৫২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি।

৪৩. প্রথম তৈরি 'শহিদ মিনার' উন্মোচন করেন কে?
উত্তর: শহিদ শফিউরের পিতা মাহবুবুর রহমান।

৪৪. একুশের প্রথম গান 'ভুলব না ভুলব না একুশে ফেব্রুয়ারি ভুলব না'-এর রচয়িতা কে?
উত্তর: ভাষা সৈনিক আ ন ম গাজীউল হক।

৪৫. নুরুল আমীন ১৪৪ ধারা জারি করেন কত তারিখে?
উত্তর: ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২।

৪৬. ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ঢাকা মেডিকেল কলেজের আমতলায় যার সভাপতিত্বে ছাত্র যুবক সমাবেশ হয়?
উত্তর: ভাষা সৈনিক আ ন ম গাজীউল হক।

৪৭. ভাষা আন্দোলনের সময় পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক গভর্নর কে ছিলেন?
উত্তর: ফিরোজ খান নূন।

৪৮. 'উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা' এ ঘোষণা দেন কে?
উত্তর: মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, ২১ মার্চ ১৯৪৮, ঢাকার তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে।

৪৯. পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন 'উর্দু হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' ঘোষণা দেয় কবে?
উত্তর: ২৬ জানুয়ারি ১৯৫২ সালে।

Teacher's Work

১. কিসের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলায় ভাষা আন্দোলন হয়েছিল? *(৩৮তম বিসিএস)*
ক) দ্বি-জাতি তত্ত্ব খ) সামাজিক চেতনা গ) অসম্প্রদায়িকতা ঘ) বাঙালি জাতীয়তাবাদ — **ঘ**

২. পাকিস্তানের গণপরিষদে উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি কে জানিয়েছিলেন? *(৩৫তম বিসিএস)*
ক) তমিউদ্দীন খান খ) সৈয়দ আজমত খান গ) ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ঘ) মনোরঞ্জন ধর — **গ**

৩. কোন বিদেশি রাষ্ট্র বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিয়েছে? *(৪৪, ৪১তম বিসিএস)*
ক) রুয়ান্ডা খ) সিয়েরা লিওন গ) সুদান ঘ) লাইবেরিয়া — **খ**

১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচন ও যুক্তফ্রন্ট

১৯৫৪ সালের ৮-১২ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার ঘোষণা হলে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে বিরোধী দলসমূহ একটি জোট গঠনের প্রচেষ্টা নেয়। প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। এতে অংশ নেয় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ (ভাসানী-মুজিব), কৃষক-শ্রমিক পার্টি (শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক), নেজামে ইসলামী পার্টি (মাওলানা আতাহার আলী), ও বামপন্থী গণতন্ত্রী পার্টি (হাজী দানেশ)।

যুক্তফ্রন্টে দলের সংখ্যা নিয়ে মতভেদ আছে। যথা-

দলের সংখ্যা		যুক্তফ্রন্টে রাজনৈতিক দল	দলের সংখ্যা	
বাংলাপিডিয়ার মতে	১	হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দী ও মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী মুসলিম লীগ	১	নবম-দশম শ্রেণির 'বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়' মতে
	২	এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন কৃষক শ্রমিক পার্টি	২	
	৩	মাওলানা আতাহার আলীর নেতৃত্বাধীন নেজাম-ই-ইসলামী	৩	
	৪	হাজী দানেশের নেতৃত্বাধীন বামপন্থী গণতন্ত্রী দল	৪	
	৫	খিলাফতে রব্বানী পার্টি		

নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের প্রতীক ছিল নৌকা এবং ২১ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। একুশ দফা দাবির প্রথম দাবি ছিল বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকার করা। ১৯৫৪ সালের ৮-১২ মার্চ পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট ২৩৭টি আসনের মধ্যে ২২৩ আসনে জয়লাভ করে। ১৯৫৪ সালের ৪ এপ্রিল যুক্তফ্রন্ট পূর্ব বাংলায় মন্ত্রিসভা গঠন করে। মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রী হন এ.কে ফজলুল হক। শেখ মুজিবুর রহমান এই মন্ত্রিসভায় কৃষি, বন, সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন। ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। যুক্তফ্রন্ট সরকার মাত্র ৫৬ দিন ক্ষমতায় ছিল। পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ ১৯৫৪ সালের ৩০ মে ফজলুল হক মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দিয়ে পূর্ব বাংলায় কেন্দ্রের শাসন জারি করেন।

১৯৫৪ সালের পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক নির্বাচনের ফলাফল

আসন সংখ্যা	রাজনৈতিক দল	প্রাপ্ত আসন
মুসলিম আসন ২৩৭	যুক্তফ্রন্ট	২২৩
	মুসলিম লীগ	৯
	খেলাফত রাব্বানী	১
	স্বতন্ত্র	৪
অমুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত আসন ৭২	তফসিলি ফেডারেশন	২৭
	কংগ্রেস	২৪
	যুক্তফ্রন্ট	১৩
	কমিউনিস্ট পার্টি	৪
	বৌদ্ধ সম্প্রদায়	২
	খ্রিস্টান সম্প্রদায়	১
	স্বতন্ত্র	১
মোট		৩০৯

■ যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব

বঙ্গবন্ধুর জয়লাভ : বঙ্গবন্ধু এই নির্বাচনে ১৩৬ নং আসন (ফরিদপুর-৮) হতে মুসলিম প্রার্থী ওহিদুজ্জামান ঠাণ্ডা মিঞাকে ১০০০০ ভোটে পরাজিত করেন। এই বিজয়ে বঙ্গবন্ধু জনগণের নিকট হতে ৫০০০ টাকা পুরস্কার পান।

বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রীত্ব লাভ : ১৯৫৪ সালের ১৫ মে ফজলুল হক মন্ত্রিসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পান।

যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা অবৈধ ঘোষণা ও ভেঙ্গে দেওয়া : ৩১ মে ১৯৫৪ সালে মাত্র ৫৬ দিনের মাথায় ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকারের গভর্নর গোলাম মোহাম্মদ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ৯২(ক) অনুচ্ছেদ বলে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেন। *[সূত্র: স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস– ড. আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন]*

যুক্তফ্রন্টের ২১-দফা কর্মসূচি : ১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি শহিদদের স্মৃতিকে অম্লান করে রাখতেই যুক্তফ্রন্ট নেতৃবৃন্দ নির্বাচনী কর্মসূচিকে ২১ দফায় লিপিবদ্ধ করে। দফাসমূহ নিম্নরূপ :

১. বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা।
২. বিনা খেসারতে জমিদারি প্রথা ও খাজনা আদায়কারী মধ্যস্বত্বকারীদের উচ্ছেদ করা।
৩. পাট ব্যবসা জাতীয়করণ ও পাটের ন্যায্য মূল্য প্রদান করা।
৪. সমবায় কৃষির প্রবর্তন ও কুটির শিল্পের উন্নতি সাধন।
৫. পূর্ব-বাংলাকে লবণের ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা হবে।
৬. অবিলম্বে বাস্তু হারাদের পুনর্বাসন করা হবে।
৭. সেচ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও দুর্ভিক্ষ রোধ করা হবে।
৮. পূর্ব-বাংলাকে শিল্পায়িত করা এবং শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত করা হবে।
৯. অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন ও শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি।
১০. সরকারি-বেসরকারি বিদ্যালয়ের ব্যবধান দূর করা হবে।
১১. বিশ্ববিদ্যালয়ের কালাকানুন বাতিল করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসন প্রদান করতে হবে।
১২. প্রশাসনিক ব্যয় সংকোচন ও কর্মচারীদের বেতন সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে।
১৩. ঘুষ, দুর্নীতি বন্ধ ও সম্পত্তির হিসাব গ্রহণ করা এবং অবৈধ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে হবে।
১৪. সকল নিরাপত্তা বন্দীদের মুক্তিদান, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও বাকস্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান করা হবে।
১৫. শাসন বিভাগ হতে বিচার বিভাগ পৃথক করা।
১৬. বর্ধমান হাউসকে (বর্তমান বাংলা একাডেমি) আপাতত ছাত্রাবাস, পরবর্তীতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণাগার করা হবে।
১৭. বাংলা ভাষার জন্য শহিদদের স্মরণে শহিদ মিনার নির্মাণ করা হবে।
১৮. একুশে ফেব্রুয়ারিকে শহিদ দিবস ও সরকারি ছুটির দিন হিসেবে পালন করা হবে।
১৯. লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী পূর্ব-বাংলাকে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হবে।
২০. যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার দ্বারা আইনসভার আয়ুবর্ধিত করা হবে না।
২১. আইনসভার শূন্যপদ ৩ মাসের মধ্যে পূরণ করা হবে।

❖ পাকিস্তানের দ্বিতীয় গণপরিষদ (১৯৫৫)

গঠন : ১৯৫৫
সভাপতি/গঠনকারী : গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ
সদস্য : মোট ৮০ জন
পূর্ববঙ্গ– ৪০ জন
পশ্চিম পাকিস্তান ৪০ জন

প্রথম অধিবেশন : ১৯৫৫ সালের ৭ জুলাই পশ্চিম পাকিস্তানের 'মারিতে'।
মারি চুক্তি (১৯৫৫) :
স্বাক্ষর : ১৯৫৫ সালের ৭ জুলাই দ্বিতীয় গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে পশ্চিম পাকিস্তানের মারিতে মারি চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়।
মারি চুক্তির বিষয়সমূহ :
১. পাকিস্তানে দুটি প্রদেশ থাকবে পূর্ব পাকিস্তান (পূর্ব বাংলার পরিবর্তে) এবং পশ্চিম পাকিস্তান।
২. প্রদেশ দুটিতে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন থাকবে।
৩. উভয় প্রদেশে সংখ্যাসাম্য নীতি কার্যকর হবে।
৪. যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন ব্যবস্থা কার্যকর হবে।
৫. বাংলা ও উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করা হবে।

❖ পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্র (১৯৫৬)

সংবিধান বিল উত্থাপন : ১৯৫৬ সালের ৮ জানুয়ারি পাকিস্তানের দ্বিতীয় গণপরিষদে পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্রের সংবিধান বিল উত্থাপন করা হয়।
কার্যকর : লাহোর প্রস্তাবকে স্মরণীয় করে রাখতে ২৩ শে মার্চ পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্র কার্যকর হয়।
বঙ্গবন্ধুসহ ১৩ জন আওয়ামী লীগ নেতা এই সংবিধানে স্বাক্ষর করেননি।
কোয়ালিশন সরকার গঠন : ১৯৫৬ সালের ১২ সেপ্টেম্বর হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ রিপাবলিকান কোয়ালিশন সরকার গঠন করেন। এই সরকারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

■■■■■ কাগমারী সম্মেলন ১৯৫৭

১৯৫৭ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগের সার্বিক তত্ত্বাবধানে টাঙ্গাইল জেলার সন্তোষে একটি ঐতিহাসিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় যা 'কাগমারী সম্মেলন' নামে পরিচিত। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। সম্মেলনের প্রধান এজেন্ডা ছিল পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন ও বৈদেশিক নীতি। অনুষ্ঠানে মওলানা ভাসানী পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, যদি পূর্ব পাকিস্তানে শোষণ অব্যাহত থাকে তবে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানকে 'আসসালামু আলাইকুম' জানাতে বাধ্য হবেন।

■■■■■ সামরিক শাসন জারি ১৯৫৮

১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর এক ঘোষণাবলে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা পাকিস্তানে প্রথম সামরিক শাসন জারি করেন। তিনি প্রধান সেনাপতি জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খানকে প্রধান সামরিক শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। মাত্র ২০ দিনের মাথায় তিনি প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জাকে ক্ষমতাচ্যুত করেন এবং দেশত্যাগে বাধ্য করেন।
১৯৫৮ সালের ২৭ অক্টোবর জেনারেল আইয়ুব খান নিজেকে পাকিস্তানের স্বনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা করেন।

❖ ১৯৫৯ সালের মৌলিক গণতন্ত্র

২৬ শে মার্চ আইয়ুব খান সমস্ত পাকিস্তানের ৮০০০০ ব্যক্তিকে ভোটাধিকার দেয়। তারা সকল নির্বাচনে ভোট দিতে পারবে। এই মেম্বারদের বিডি মেম্বার বা বেসিক ডেমোক্রেটিক মেম্বার বলা হতো। এই ব্যবস্থাকে আইয়ুব খান মৌলিক গণতন্ত্র হিসেবে অভিহিত করেন।

মৌলিক গণতন্ত্রে চার ধরনের স্থানীয় শাসন চালু করেন–
১. ইউনিয়ন কাউন্সিল
২. থানা কাউন্সিল
৩. জেলা কাউন্সিল
৪. বিভাগীয় কাউন্সিল

১৯৬০ সালে মৌলিক গণতন্ত্রের আস্থা ভোটে পাকিস্তানের প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন আইয়ুব খান।

❖ পাকিস্তানের দ্বিতীয় শাসনতন্ত্র (১৯৬২)

প্রণয়ন: ১৯৬২ সালে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান পাকিস্তানের দ্বিতীয় সংবিধান প্রণয়ন করেন।
১. এই সংবিধানে পাকিস্তানকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়।
২. সংসদীয় গণতন্ত্রের পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।
৩. পাকিস্তানের রাজধানী করাচি হতে ইসলামাবাদে স্থানান্তর করা হয়।

❖ ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট

১৯৬২ সালের ২৫ শে সেপ্টেম্বর লাহোরে সমমনা দলগুলো নিয়ে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (এন ডি এফ) গঠনের সিদ্ধান্ত নেন। পশ্চিম পাকিস্তানের সবগুলো দল ও পূর্ব পাকিস্তানের দলবিহীন ঐক্য সরকারের ভীত নাড়িয়ে দেয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, আতাউর রহমান খানসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ঢাকা, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী বিভিন্ন জনসভার মাধ্যমে মানুষকে অনুপ্রাণিত করেন। ৬২ এর এই গণজাগরণ ছিল আইয়ুব বিরোধী প্রথম সংগঠিত আন্দোলন।

❖ ১৯৬২ এর শিক্ষা আন্দোলন

শরীফ শিক্ষা কমিশন গঠন : প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান শিক্ষা সংস্কারের নামে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে তার এককালের শিক্ষক ও পশ্চিম পাকিস্তানের শিক্ষা সচিব এস এম শরীফকে চেয়ারম্যান করে ১৯৫৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর শরীফ শিক্ষা কমিশন গঠন করেন।

■ কমিশনের রিপোর্ট পেশ :
১. এই কমিশন ১৯৫৯ সালের ২৬ শে আগস্ট অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্ট পেশ করে।
২. দীর্ঘদিন পর ১৯৬২ সালে চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রকাশ করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে।

কমিশনের রিপোর্টের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া ও আন্দোলন : কমিশনের রিপোর্টে বলা হয় যে, শিক্ষা এমন কোন জিনিস নয় যে, তা বিনামূল্যে পাওয়া যাবে। এতে আইয়ুব খানের ধর্মান্ধতা, পুঁজিবাদ, রক্ষণশীলতা ও বাংলা ভাষা বিদ্বেষী মনোভাব ফুটে উঠে।
এই রিপোর্ট প্রকাশিত হলে পূর্ব পাকিস্তানে আন্দোলন শুরু হয়। সামরিক শাসনের পরিবর্তে গণতান্ত্রিক শাসন, আইয়ুব শিক্ষানীতি বাতিল, রাজবন্দীদের মুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৬২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর এই আন্দোলনের প্রতিবাদে সারা পূর্ব-পাকিস্তানে দুর্বার আন্দোলন শুরু হয়। পুলিশের গুলিতে 'ওয়াজিউল্লাহ' গোলাম মোস্তফা, বাবুলসহ আর কয়েকজন নিহত হয়।
১. ১০ সেপ্টেম্বর East Pakistan Student Forum গঠিত হয়।
২. ১৯৬২ সালে সিরাজুল ইসলাম খান, আব্দুর রাজ্জাক এবং কাজী আরেফ আহমেদ এর নেতৃত্বে 'স্বাধীন বাংলা' বিপ্লবী পরিষদ গঠন করে।
৩. ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৬২ হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দীর পরামর্শে "শরীফ শিক্ষা কমিশন" স্থগিত করা হয়।
৪. ১৭ই সেপ্টেম্বর শিক্ষা আন্দোলনের জন্য এই দিনটিকে 'শিক্ষা দিবস' হিসেবে পালন করা হয়।

❖ বঙ্গবন্ধুর নিউক্লিয়াস (১৯৬২)

মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাঙালি জাতির মুক্তির জন্য বঙ্গবন্ধু ভিতরে ভিতরে ১৯৬২ সালে তাঁর অনুগত কিছু ছাত্রদের নিয়ে একটি সংগঠন গোপনে প্রতিষ্ঠা করেন, যাকে নিউক্লিয়াস বলে। ছাত্র নেতাদের মধ্যে ছিলেন-

১. সিরাজুল আলম খান।
২. তোফায়েল আহমেদ।
৩. ফজলুল হক মনি।
৪. আব্দুর রাজ্জাক।
৫. কাজী আরেফ।
৬. মনিরুল ইসলাম (মার্শাল মনির) ও আরো কয়েকজন।

বঙ্গবন্ধু নিউক্লিয়াস সদস্যদের নিজের সন্তানের মতই আদর করতেন। নিউক্লিয়াসের প্রচেষ্টায় ১৯৬৪ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন করার কথা আসে এবং স্লোগান আসে-"বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর"।

❖ Combined Opposition Party (COP) –১৯৬৪

১৯৬৪ সালের ২৬ শে জুলাই খাজা নাজিমউদ্দিনের বাসায় বিরোধী দলগুলোর সম্মেলনে কয়েকটি সমমনা রাজনৈতিক দল একত্রিত হয়ে COP গঠন করে।

প্রধান : মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর বোন ফাতেমা জিন্নাহ।

দলগুলো : আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, নেজামে ইসলাম ও জামায়াতে ইসলাম।

উদ্দেশ্য : সামরিক শাসক আইয়ুব খানকে ক্ষমতাচ্যুত করা।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ১৯৬৫

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ১৯৬৫ সালের ২ জানুয়ারি মৌলিক গণতন্ত্রের ভিত্তিতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন দেন এবং নিজে কনভেনশন মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হন। এমতাবস্থায় অধিকাংশ বিরোধী দল মিলিত হয় 'COP (Combined Opposition Party)' নামে একটি সম্মিলিত জোট গঠন করে। এ জোটের প্রার্থী ছিলেন মুহম্মদ আলী জিন্নাহর ভগ্নী ফাতেমা জিন্নাহ। এ নির্বাচনে আইয়ুব খান মৌলিক গণতন্ত্রী পন্থায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

পাক-ভারত যুদ্ধ ১৯৬৫

১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কাশ্মীর প্রশ্নে ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের অবনতি ঘটে। ৬ সেপ্টেম্বর শুরু হয় পাক–ভারত যুদ্ধ। ১৭ দিনব্যাপী এ যুদ্ধে বাঙালি সৈন্যরা অসম্ভব সাহসিকতা দেখায়। অতঃপর জাতিসংঘের হস্তক্ষেপে উভয়পক্ষের যুদ্ধ বিরতি ঘটে।

ছয়-দফা দাবি বা কর্মসূচি

১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষার দাবি সংবলিত একটি কর্মসূচি ঘোষণা করেন। ইতিহাসে এটি ৬ দফা কর্মসূচি নামে পরিচিত। পরবর্তীতে ২৩ মার্চ, ১৯৬৬ লাহোরের এক সংবাদ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আনুষ্ঠানিকভাবে ৬ দফা ঘোষণা করেন। ছয় দফা কর্মসূচি ঐতিহাসিক 'লাহোর প্রস্তাব' এর ভিত্তিতে রচিত। ছয় দফা দাবির প্রথম দাবি ছিল পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন। ছয় দফা কর্মসূচি বাঙালি জাতির 'মুক্তির সনদ'/'ম্যাগনাকার্টা' হিসাবে পরিচিত। এ কর্মসূচিকে তিনি 'পূর্ব পাকিস্তানের বাঁচার দাবি' বলে অভিহিত করেন। ছয় দফা কর্মসূচি দ্রুত বাঙালি জনগণ কর্তৃক সমাদৃত হয়।

ছয় দফা কর্মসূচিসমূহ

১. ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করে পাকিস্তানকে একটি সত্যিকারের ফেডারেশন বা যুক্তরাষ্ট্ররূপে গড়তে হবে। এতে পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকার থাকবে এবং আইনসভাগুলো হবে সার্বভৌম। সকল নির্বাচন সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের সরাসরি ভোটে অনুষ্ঠিত হবে।
২. কেন্দ্রীয় বা ফেডারেল সরকারের এখতিয়ারে কেবল দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্র এ দুটি বিষয় থাকবে। অবশিষ্ট সকল বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতা থাকবে প্রাদেশিক সরকারের হাতে।
৩. পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুটি সম্পূর্ণ পৃথক অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা থাকবে। এ ব্যবস্থায় মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আঞ্চলিক সরকারের হাতে থাকবে এবং দু' অঞ্চলের জন্য দুটি স্বতন্ত্র ব্যাংক থাকবে। এ ব্যবস্থায় বিকল্পস্বরূপ দু'অঞ্চলের জন্য কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে একই মুদ্রা থাকতে পারে।
৪. সকল প্রকার কর, খাজনা ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। আঞ্চলিক সরকারের আদায়কৃত রাজস্বের নির্দিষ্ট একটি অংশ কেন্দ্রীয় সরকারকে দেয়ার ব্যবস্থা থাকবে, যা দিয়ে ফেডারেল তহবিল গড়ে উঠবে।
৫. বৈদেশিক বাণিজ্য থেকে আয়কৃত বৈদেশিক মুদ্রা আঞ্চলিক ভিত্তিতে হিসাব রাখতে হবে। এক অঞ্চলের আয়কৃত অর্থ সেই অঞ্চলেই ব্যয় করতে হবে। তবে কেন্দ্র এ আয়ের একটি নির্ধারিত অংশ পাবে।
৬. অঙ্গরাজ্যগুলো তাদের আঞ্চলিক প্রতিরক্ষার জন্য মিলিশিয়া বা প্যারামিলিটারি রক্ষীবাহিনী গঠনের অধিকার থাকবে।

এক কথায় উত্তর

১. পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের বিপক্ষে সমমনা চারটি দল নিয়ে কবে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়?
উত্তর: ৪ ডিসেম্বর, ১৯৫৩ সালে।

২. যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয় কোন কোন দল নিয়ে?
উত্তর: আওয়ামী মুসলিম লীগ (মওলানা ভাসানী), কৃষক শ্রমিক পার্টি (এ কে ফজলুল হক), নেজামে ইসলাম (মাওলানা আতাহার আলী), বামপন্থী গণতন্ত্রী দল (হাজী দানেশ) নিয়ে।

৩. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট কতটি আসন লাভ করে?
উত্তর: মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত ২৩৭ টি আসনের মধ্যে ২২৩টি।

৪. ১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক নির্বাচনে কাদের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়?
উত্তর: মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণির।

৫. ১৯৫৪ সালে প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনের ফলাফল কী ছিলো?
উত্তর: যুক্তফ্রন্ট ২২৩টি, মুসলিম লীগ ৯টি, খেলাফত রব্বানী ১টি ও স্বতন্ত্র ৪টি।

৬. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রচারণা পরিচালিত হয় কিসের ভিত্তিতে?
উত্তর: ২১ দফার ভিত্তিতে।

৭. ২১ দফা দাবির প্রথম দফা ছিল?
উত্তর: বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি অর্জন।

৮. ৪ এপ্রিল ১৯৫৪ যুক্তফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হন কে?
উত্তর: এ কে ফজলুল হক।

৯. যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভায় কৃষি, বন, সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে কে ছিলেন?
উত্তর: শেখ মুজিবুর রহমান।

১০. যুক্তফ্রন্ট সরকার কত দিন ক্ষমতায় ছিল?
উত্তর: ৫৬ দিন।

১১. পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ কবে ফজলুল হক মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দিয়ে পূর্ব বাংলায় কেন্দ্রের শাসন জারি করেন?
উত্তর: ১৯৫৪ সালের ৩০ মে।

১২. যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু কত নং আসন থেকে জয়ী হন?
উত্তর: ১৩৬ নং আসন (ফরিদপুর-৮)।

১৩. গণ পরিষদে 'পাকিস্তান শাসনতন্ত্র বিল' উত্থাপিত হয় কবে?
উত্তর: ১৯৫৬ সালের ৮ জানুয়ারি।

১৪. 'পাকিস্তান শাসনতন্ত্র বিল' উত্থাপন করেন কে?
উত্তর: তৎকালীন আইনমন্ত্রী আই চন্দ্রীগড়।

১৫. পাকিস্তান শাসনতন্ত্র বিলটি গণপরিষদে চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয় কবে?
উত্তর: ২১ জানুয়ারি, ১৯৫৬ সালে।

১৬. পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্রের নাম কী ছিল?
উত্তর: ইসলামী প্রজাতন্ত্র সংবিধান।

১৭. ইসলামী প্রজাতন্ত্র সংবিধান কার্যকর হয় কবে?
উত্তর: ২৩ মার্চ, ১৯৫৬।

১৮. ইসলামী প্রজাতন্ত্র সংবিধান বাতিল করা হয় কবে?
উত্তর: ৭ অক্টোবর, ১৯৫৮।

১৯. কোন প্রস্তাবের ভিত্তিতে ছয় দফা রচিত হয়?
উত্তর: লাহোর প্রস্তাব

২০. শেখ মুজিব ছয় দফা কর্মসূচির কথা প্রথম ব্যক্ত করেন কবে?
উত্তর: ৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬।

২১. বাংলার কৃষক, শ্রমিক, মজুর মধ্যবিত্ত তথা আপামর মানুষের মুক্তির সনদ কোনটি?
উত্তর: ছয় দফা।

২২. শেখ মুজিবের নেতৃত্বে বিরোধী দল সম্মেলন করে কবে?
উত্তর: ১৯৬৬ সালের ৫-৬ ফেব্রুয়ারি।

২৩. ঐতিহাসিক ছয় দফায় কী প্রাধান্য পায়?
উত্তর: জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা আর পূর্ব পাকিস্তানের মহামুক্তির সনদে পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি।

২৪. ৬ দফা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয় কবে?
উত্তর: ২৩ মার্চ, ১৯৬৬।

২৫. ৬ দফার কয়টি ধারা অর্থনীতির সাথে যুক্ত?
উত্তর: ৩টি।

২৬. ৬ দফায় কোন ধরনের বাহিনী গঠনের কথা বলা হয়েছে?
উত্তর: মিলিশিয়া বা প্যারামিলিটারি বাহিনী।

২৭. ৬ দফা দিবস কবে পালিত হয়?
উত্তর: ৭ জুন।

২৮. ৬ দফা আন্দোলনে প্রথম শহীদের নাম কী?
উত্তর: মনু মিয়া।

২৯. বঙ্গবন্ধু ৬ দফাকে কী বলে অভিহিত করেছেন?
উত্তর: পূর্ব পাকিস্তানের বাঁচার দাবি।

৩০. ৬ দফা আন্দোলনকে কীসের সাথে তুলনা করা হয়?
উত্তর: ম্যাগনাকার্টা।

৩১. কোন শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে ১৯৬২ সালে শিক্ষা আন্দোলন শুরু হয়?
উত্তর: শরিফ শিক্ষা কমিশন।

৩২. ১৯৬২ এর শিক্ষা আন্দোলনের ১ম শহিদ কে?
উত্তর: ওয়াজিউল্লাহ।

৩৩. পাকিস্তানের রাজধানী করাচি থেকে ইসলামাবাদে স্থানান্তর করা হয় কবে?
উত্তর: ১৯৬২ সালে।

৩৪. প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান সামরিক শাসন প্রত্যাহার করেন কবে?
উত্তর: ২৩ মার্চ, ১৯৬০।

৩৫. জেনারেল আইয়ুব খান ক্ষমতা দখল করেন কবে?
উত্তর: ২৭ অক্টোবর, ১৯৫৮।

৩৬. মৌলিক গণতন্ত্রীদের ভোটে প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন কে?
উত্তর: জেনারেল আইয়ুব খান।

৩৭. পাকিস্তানের ২য় গণপরিষদ গঠিত হয় কবে?
উত্তর: ১৯৫৫।

৩৮. প্রথম পাক-ভারত যুদ্ধ সংঘটিত হয় কখন?
উত্তর: ২১ অক্টোবর, ১৯৪৭-৩১ ডিসেম্বর ১৯৪৮।

৩৯. প্রথম পাক ভারত যুদ্ধের কারণ কী?
উত্তর: পাকিস্তানের ভারত অধিকৃত কাশ্মীর দখলের প্রচেষ্টা।

৪০. দ্বিতীয় পাক–ভারত যুদ্ধ সংঘটিত হয় কবে?
উত্তর: ৬-২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫।

৪১. দ্বিতীয় পাক-ভারত যুদ্ধ কোন চুক্তির মাধ্যমে শেষ হয়?
উত্তর: তাসখন্দ চুক্তি।

৪২. তৃতীয় পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হয় কবে?
উত্তর: ৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১।

৪৩. চতুর্থ পাক–ভারত যুদ্ধ (কারগিল যুদ্ধ) সংঘটিত হয়-
উত্তর: মে-জুলাই, ১৯৯৯।

৪৪. কারগিল যুদ্ধের মূল কারণ কী ছিল?
উত্তর: কাশ্মীর নিয়ন্ত্রণ।

৪৫. ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে Cop এর প্রার্থী কে ছিলেন?
উত্তর: মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর ভগ্নী ফাতেমা জিন্নাহ।

৪৬. বঙ্গবন্ধুর প্রতিষ্ঠিত গোপন ছাত্র সংগঠনের নাম কী?
উত্তর: নিউক্লিয়াস।

৪৭. নিউক্লিয়াসের মূল স্লোগান কী ছিলো?
উত্তর: বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর।

৪৮. বাংলাদেশে শিক্ষা দিবস পালিত হয় কবে?
উত্তর: ১৭ সেপ্টেম্বর।

৪৯. পাকিস্তানের ১ম শিক্ষা কমিশনের নাম কী?
উত্তর: শরীফ শিক্ষা কমিশন।

৫০. গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত নেন কে?
উত্তর: হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।

৫১. পাকিস্তানের দ্বিতীয় সংবিধান কবে প্রণয়ন করা হয়?
উত্তর: ১৯৬২ সালে।

৫২. মৌলিক গণতন্ত্রে কত ধরনের স্থানীয় শাসন চালু করা হয়?
উত্তর: ৪ ধরনের।

৫৩. ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করেন কে?
উত্তর: রাষ্ট্রপতি ইস্কান্দার মির্জা।

৫৪. কাগমারী সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?
উত্তর: ১৯৫৭ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি, টাঙ্গাইলের সন্তোষে।

Teacher's Work

১. ছয়-দফা দাবি প্রথম কোথায় উত্থাপন করা হয়?
ক ঢাকায় খ লাহোরে গ করাচিতে ঘ নারায়ণগঞ্জে — **খ**

২. প্রাদেশিক নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট কতটি আসন লাভ করে?
ক ২৩৭ খ ২২৫ গ ২৩৩ ঘ ২২৩ — **ঘ**

৩. ১৯৫৮ সালের কত তারিখে পাকিস্তানে প্রথম সামরিক আইন জারি করা হয়?
ক ১৭ সেপ্টেম্বর খ ১ অক্টোবর গ ২৭ অক্টোবর ঘ ৭ অক্টোবর — **ঘ**

Home Work

১. ১৯৫৮ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট কতটি আসনে জয়লাভ করেছিল? *[৪৬তম বিসিএস]*
ক ২১৯ খ ২২১
গ ২২৩ ঘ ২২৫ **গ**

২. 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি' গঠিত হয়? *[৪৫, ২৩ তম বিসিএস]*
ক ১৯৪৮ সালে খ ১৯৫০ সালে
গ ১৯৫২ সালে ঘ ১৯৫৪ সালে **ক**

৩. ঐতিহাসিক 'ছয় দফা' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন- *[৪৫, ২৩তম বিসিএস]*
ক ৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬ খ ২৩ মার্চ, ১৯৬৬
গ ২৬ মার্চ, ১৯৬৬ ঘ ৩১ মার্চ, ১৯৬৬ **খ**

৪. 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ' এর প্রতিষ্ঠাকালীন সাধারণ সম্পাদক- *[৪৫তম বিসিএস, ২৩]*
ক শেখ মুজিবুর রহমান খ শামছুল হক
গ আতাউর রহমান খান ঘ আবুল হাশিম **খ**

৫. রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে কোন সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে? *[৪২তম বিসিএস]*
ক তমদ্দুন মজলিস খ ভাষা পরিষদ
গ মাতৃভাষা পরিষদ ঘ আমরা বাঙালি **ক**

৬. ১৯৪৮-১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় 'ভাষা দিবস' হিসেবে কোন দিনটি পালন করা হতো? *[৪২তম বিসিএস]*
ক ২৫ শে জানুয়ারি খ ১১ই ফেব্রুয়ারি
গ ১১ই মার্চ ঘ ২৫ শে ফেব্রুয়ারি **গ**

৭. আওয়ামী লীগের ৬ দফা পেশ করা হয়েছিল- *[৪০তম বিসিএস, ৩৬তম ও ১১তম বিসিএস, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, নিরাপত্তা বোর্ড-২০২৩]*
ক ১৯৬৬ সালে খ ১৯৬৭ সালে
গ ১৯৬৮ সালে ঘ ১৯৬৯ সালে **ক**

৮. বঙ্গবন্ধুসহ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় মোট আসামী সংখ্যা ছিল কত জন? *[৪০তম বিসিএস]*
ক ৩৪ জন খ ৩৫ জন
গ ৩৬ জন ঘ ৩২ জন **খ**

৯. 'Let there be Light'-বিখ্যাত ছবিটি পরিচালনা করেন- *[৪০তম বিসিএস]*
ক আমজাদ হোসেন খ জহির রায়হান
গ খান আতাউর রহমান ঘ শেখ নিয়ামত আলী **খ**

১০. ৬ দফা দাবি কোথায় উত্থাপিত হয়? *[৩০তম, ২২তম, ১৮তম বিসিএস, বা.নি.ক. (অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক)- ২০২৩]*
ক ঢাকা খ লাহোর
গ দিল্লি ঘ চট্টগ্রাম **খ**

১১. ঐতিহাসিক ২১ দফা দাবির প্রথম দাবি কী ছিল? *[২১তম বিসিএস ও ২৮তম বিসিএস]*
ক প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন
খ বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা
গ পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ
ঘ বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি স্বত্বের উচ্ছেদ সাধন **খ**

১২. পাকিস্তান শাসনতন্ত্র পরিষদের ধারা বিবরণীতে বাংলা ভাষা ব্যবহারের দাবি কে প্রথম করেছিলেন? *[৩৫তম বিসিএস ,২৪তম বিসিএস]*
ক আবুল হাশেম খ শেখ মুজিবুর রহমান
গ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ঘ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত **ঘ**

১৩. ঐতিহাসিক ছয় দফা ঘোষণা করা হয় ১৯৬৬ সালের– *[৩৮তম বিসিএস]*
ক ফেব্রুয়ারিতে খ মে মাসে
গ জুলাই মাসে ঘ আগস্টে **ক**

১৪. কিসের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলায় ভাষা আন্দোলন হয়েছিল? *[৩৮তম বিসিএস; বা.প.বি.বো. (সহকারী সচিব/সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)'২৩]*
ক দ্বি-জাতি তত্ত্ব খ সামাজিক চেতনা
গ অসাম্প্রদায়িকতা ঘ বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ **ঘ**

১৫. ১৯৫৪ সালের পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে যুক্ত ছিলেন না– *[৩৮তম বিসিএস]*
ক শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক
খ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
গ মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী
ঘ নবাব স্যার সলিমুল্লাহ **ঘ**

১৬. সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়? *[৩৬তম বিসিএস]*
ক ৩১ জানুয়ারি ১৯৫২ খ ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২
গ ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ ঘ ২০ জানুয়ারি ১৯৫২ **ক**

১৭. বাংলাভাষাকে পাকিস্তান গণপরিষদ কোন তারিখে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়? *[৩৬তম বিসিএস]*
ক ৯ মে ১৯৫৪ খ ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩
গ ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬ ঘ ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ **ক**

১৮. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস কোন সালে স্বীকৃত হয়? *[২৬তম বিসিএস]*
ক ১৯৯৮ খ ১৯৯৯
গ ২০০০ ঘ ২০০১ **খ**

১৯. 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' গানের রচয়িতা কে? *[১৯তম, ১০ম বিসিএস]*
ক আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী খ আলতাফ মাহমুদ
গ আবদুল লতিফ ঘ আবদুল আলীম **ক**

২০. ১৯৫২ সালে তৎকালীন ভাষা আন্দোলন কিসের জন্ম দিয়েছিল? *[১৪তম বিসিএস]*
ক এক রাজনৈতিক মতবাদের
খ এক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের
গ এক নতুন জাতীয় চেতনার
ঘ এক নতুন সমাজ ব্যবস্থার **গ**

২১. ভাষা আন্দোলনের সময় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন? *[১৩তম বিসিএস]*
ক খাজা নাজিম উদ্দিন খ নুরুল আমিন
গ লিয়াকত আলী কান ঘ মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ **ক**

২২. 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি'- গানটির সুরকার কে? *[১৩তম বিসিএস, মা.উ.শি.অ. (অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক) '২২; বি.বা.এ.(গ্রাউন্ড সার্ভিস অ্যাসিস্টেন্ট) '২২]*
ক আবদুল লতিফ খ আবুদল আহাদ
গ আলতাফ মাহমুদ ঘ মাহমুদুন্নবী **গ**

২৩. "এখানে যারা প্রাণ দিয়েছে রমনার উর্ধ্বমুখী কৃষ্ণচূড়ার নীচে সেখানে আমি কাঁদতে আসিনি" এর রচয়িতা- *[১২তম বিসিএস]*
ক জহির রায়হান খ গাফ্ফার চৌধুরী
গ শামসুর রাহমান ঘ মাহবুব-উল-আলম চৌধুরী **ঘ**

২৪. নিচের কোন কর্মসূচিকে ম্যাগনাকার্টা হিসেবে গণ্য করা হয়? *[১৮ তম শিক্ষক নিবন্ধন(মূল পর্যায়)-২০২৪]*
ক ১১ দফা খ ২১ দফা
গ ৬ দফা ঘ ৪ দফা **গ**

১. কত সাল থেকে ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে?
ক ১৯৯৮ খ ১৯৯৯
গ ২০০০ ঘ ২০০১

২. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস প্রথম বছরের কতটি দেশ পালন করেছে?
ক ১৭৬ খ ১৭৮
গ ১৮৮ ঘ ১৯০

৩. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস স্মরণে দেশের বাইরে বিশ্বের প্রথম স্মৃতিসৌধটি নির্মিত হয় অস্ট্রেলিয়ার কোন নগরীতে?
ক ব্রিজবেন খ পার্থ
গ সিডনি ঘ মেলবোর্ন

৪. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট এর নির্মাণ কাজের উদ্বোধন হয় কবে?
ক ১৫ মার্চ, ১৯৯৯ সালে
খ ১৫ মার্চ, ২০০০ সালে
গ ১৫ মার্চ, ২০০১ সালে
ঘ ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০০২ সালে

৫. বাংলা ভাষা ও সাহিত্য উন্নয়নে কোন প্রতিষ্ঠানটি সর্বাধিক খ্যাতি লাভ করেছে?
ক শিল্পকলা একাডেমি
খ শিশু একাডেমি
গ এশিয়াটিক সোসাইটি
ঘ বাংলা একাডেমি

৬. কোন আন্তর্জাতিক সংস্থা 'একুশে পদক-২০০৩' লাভ করে?
ক UNICEF খ LMF
গ UNDP ঘ UNESCO

৭. ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ইশতেহার কয়টি দফা ছিল?
ক ১০ দফা খ ১৬ দফা
গ ২১ দফা ঘ ২৬ দফা

৮. ১৯৬৬ সালের ৬ দফার ক'টি দফা অর্থনীতি বিষয়ক ছিল?
ক ৩টি খ ৪টি
গ ৫টি ঘ ৬টি

৯. ঐতিহাসিক 'ছয় দফা দাবিতে' যে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত ছিল না-
ক শাসনতান্ত্রিক কাঠামো
খ কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা
গ স্বতন্ত্র মুদ্রা ব্যবস্থা
ঘ বিচার ব্যবস্থা

১০. বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ ৬ দফার ২য় দফাটি নিচের কোনটির সাথে সম্পর্কিত?
ক বৈদেশিক বাণিজ্য
খ মুদ্রা বা অর্থ
গ রাজস্ব কর
ঘ কেন্দ্রীয় সরকার

উত্তরমালা

১	গ
২	গ
৩	গ
৪	গ
৫	গ
৬	ঘ
৭	গ
৮	ক
৯	ঘ
১০	ঘ

এই Lecture Sheet পড়ার পাশাপাশি iddabari কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেয়া এসাইনমেন্ট এর 'বাংলাদেশ বিষয়াবলি' অংশটুকু ভালোভাবে চর্চা করতে হবে।